প্রো-ভিসি মামুনের কথা থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিনিধি

২৭ জানুয়ারি, ২০২৫
০৩:৩৭

শেয়ার

অ +

অ -

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘাতের সূত্রপাত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের কথা থেকে।

এ ঘটনার পর অধ্যাপক মামুন আহমেদের পদত্যাগ ও তাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমে সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরে রাত ১১টার দিকে নীলক্ষেতের মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণের সামনে আসলে কিছু

সময় পর ঢাবির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। রাত ২টা পর্যন্ত থেমে থেমে এই সংঘর্ষ চলছিল।

জানা যায়, রবিবার বিকালে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল তাদের দাবি নিয়ে কথা বলতে মামুন আহমেদের কক্ষে যান। এসময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মামুন আহমেদের আক্রমণাত্মক কথা বলেন। তিনি আন্দোলনকারীদের ‘মব’ করছেন বলে উল্লেখ করেন। এসময় সেখানে উপস্থিত আন্দোলনকারীরা মামুন আহমেদকে তাদেরকে মবের সাথে তুলনা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এদিকে এই ঘটনার কিছু সময় পরেই সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করে অধ্যাপক মামুন আহমেদের পদত্যাগ চান সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরে রাত ৮টার দিকে বিকেলে প্রো-উপাচার্যের কার্যালয়ে সাত কলেজের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের কথোপকথনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছু সময় পরেই প্রো-উপাচার্যের (শিক্ষা) বাসভবন ঘেরাও করার কর্মসূচির ঘোষণা দেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ নীলক্ষেতের মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণের সামনে আসেন।

সেসময়ে সেখানে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও। এর কিছু সময় পরেই সেখানে সংঘর্ষ বাঁধে।

এদিকে সূত্র জানায়, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়া শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রবিবার রাত ১০টা থেকে অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদকে দুঃখ প্রকাশ করে একটি ভিডিও বার্তা দিতে বললেও তিনি সেটি গড়িমসি করেন। পরে রাত দেড়টার কিছু সময় আগে তিনি ভিডিও বার্তাটি দেন।

উল্লেখ্য, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময় সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেও উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান তাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত রাখেন।

কিন্তু এবারই প্রথম প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ খান সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তার কথা বলার কিছু সময় পরেই এই সংঘাত শুরু হয়।